R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমেকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
১২ই অকটোবর, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

লোড সমস্যা সমাধানে সাগরদীঘিতে নতুন সাব-ষ্টেশন
রঘুনাথগঞ্জ সাব-ষ্টেশনটিও দ্বিগুণ শক্তিধারণের পথে

বিশেষ প্রতিনিধি : এখন যে পরিমাণে লোড বাড়ছে তার সমস্যা সমাধানে সাগরদীঘিতে নতুন একটি সাব-ষ্টেশন তৈরী করছেন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। রঘুনাথগঞ্জের উমরপুরে ৬৬ কিলো ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন সাব-ষ্টেশনের ক্ষমতা বাড়িয়ে ১৩২ কিলো ভোল্ট শক্তিধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলছে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে খবর দুটি দিয়েছেন মহকুমা গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের একজন সহকারী বাস্তকার। তিনি জানিয়েছেন, সাগরদীঘির সন্তোষপুরে নতুন সাব-ষ্টেশন তৈরীর প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ সালে। ৩ একর জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ওই বছরই। সব ঠিক মত চললে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ তৈরীর কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ সাব-ডিভিসনে (যার এলাকা ফরাক্কা থেকে নবগ্রাম) সব থেকে বড় কাজ সাগরদীঘি এবং নবগ্রাম থানা এলাকায় মৌজা বৈদ্যুতিকীকরণ। এর জন্য ১৩১টি মৌজা নির্দিষ্ট আছে, এখন পর্যন্ত বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে ৮৫টি মৌজায়। সাগরদীঘি সাব-ষ্টেশনে পাওয়ার যাবে রঘুনাথগঞ্জ সাব-ষ্টেশন থেকে। এখন জিয়াগঞ্জ সাব-ষ্টেশন থেকে ৩৩ কেভি লাইন এসে সাগরদীঘিতে সাপলাই হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জের আলের উপর থেকে একটি লাইন চলে গিয়েছে সাগরদীঘির গোসাঁইগ্রাম পর্যন্ত। এই লাইনে মনিগ্রাম, বলরামবাটি, দোগাছি,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্নীতির দায়ে মহকুমার কয়েকজন কংগ্রেসী নেতা কমিশনে অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনে মহকুমার বেশ কয়েকজন কংগ্রেসী নেতাকে শেষ পর্যন্ত আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া হতে হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপকর্ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত সম্পত্তি ক্রয়সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে। সম্প্রতি মহকুমার ক্ষমতাসীন দলের জনৈক ছাত্রনেতা এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, অভিযুক্তদের (ফরাক্কার ২ জন, রঘুনাথগঞ্জের ৪ জন, সাগরদীঘির ২ জন) বিরুদ্ধে কয়েকটি তথ্যসহ দুর্নীতির অভিযোগ দলের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে। অনেকে আবার ব্যক্তিগতভাবেও পাঠিয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে মহকুমার ২ জন এম এল এ-ও রয়েছেন। এঁদের একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্ত্রীর নামে গত পাঁচ বছরে তিনি প্রায় ৩০ বিঘে সম্পত্তি কিনেছেন। অভিযুক্ত কংগ্রেসীদের নাম প্রকাশ করতে ঐ ছাত্রনেতা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, জরুরী অবস্থার আগের ঘটনাবলী নিয়েই তদন্ত হবে। কমিশনের সামনে যাঁদের দাঁড়াতে হচ্ছে তাঁদের মধ্যে ৬ জন ছাত্র যুবনেতাও। এককালে জেলা কমিটিতে পদাধিকারী) রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা প্রভৃতির অভিযোগ রয়েছে।

দুটি দল বাহিষ্কৃত, অফিস লীগে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ অকটোবর—১৯৭৫ সালের অফিস লীগে বিজয়ী ও বিজিত দু'টি শক্তিশালী দলকে বর্তমান বছরের লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি শেষ হওয়ার মুখে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অংশ গ্রহণকারী কয়েকটি দল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বাহিষ্কৃত দল দুটির নাম জঙ্গিপুর ব্যারেজ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও মহকুমা পুলিশ ক্লাব। গত বছর মহকুমা অফিস লীগ ফুটবল অসমাপ্ত থাকায় এ বছর মরশুমের শুরুতেই লীগ-কাম নক-আউটের খেলাগুলি শুরু করা হয়। লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হওয়ার মুখে গত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১১ অকটোবর—ইন্দিরা গান্ধীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর মহকুমা কংগ্রেস সমর্থকরা আজ দুপুরে মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে আইন অমান্য করেন। দুই এম এল এ হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব এবং রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিতসহ ২৩ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। গ্রেপ্তার বরণের আগে এম এল এ হাবিবুর রহমান সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'জরুরী অবস্থার সময় জয়প্রকাশকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যৌথ আন্দোলন,ঘেরাও

অরঙ্গাবাদ, ১১ অকটোবর—উৎকৃষ্ট পাতা ও তামাক সরবরাহের দাবিতে গতকাল এখানে সি পি এম, আর এস পি এবং এন এল সি সি (কংগ্রেস) এর পক্ষ থেকে যৌথ আন্দোলন পরিচালনা করা হয় এবং অশোক বিড়ি ফ্যাক্টরী ঘেরাও করা হয়। মালিকপক্ষ আগামী শুক্রবার আলোচনায় বসতে রাজি হওয়ায় ৯ ঘণ্টা পর ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

সত্য উদ্ঘাটিত হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর মহকুমার একজন জে এল আর ও-র বিরুদ্ধে বন্দুকের লাইসেন্স, জমি বণ্টন, বকেয়া ঋণ আদায়, সরকারী ঘাট ডাক, জলকর বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে গণ অভিযোগের পাহাড় জমেছে। সরকারী ঘাট ডাকের ব্যাপারে যে নিয়ম মেনে চলা দরকার তা মানা হয়নি বলে সরকারী কোষে উপযুক্ত টাকা জমা পড়েনি বলেও জানা গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ যে, তিনি একজন সরকারী কর্মচারী ; তা সত্ত্বেও বিগত লোকসভা নির্বাচনে একটি এলাকায় বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে তাঁকে নাকি প্রচার চালাতে দেখা গিয়েছে। তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কেও কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে। এই জে এল আর ও-কে প্রায় এক মাস আগে বদলি করা হয়েছে কিন্তু তিনি এখনও যাননি। জনসাধারণ চাইছেন, তিনি যাওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত হোক, সত্য উদ্ঘাটিত হোক।

বই কেনা নিয়ে তদন্ত

জঙ্গিপুর, ১১ অকটোবর—জঙ্গিপুর সংবাদে জঙ্গিপুর কলেজ গ্রন্থাগারে বেশী দামে বই কেনা নিয়ে প্রকাশিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরের একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট কে কে পাল গতকাল দীর্ঘ সময় ধরে কলেজ গ্রন্থাগারে তদন্ত চালান। ফলাফল জানা যায়নি। তবে খবর পাওয়া গিয়েছে, বিদেশী বইয়ে হাতে লেখা দাম, ডলারের মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে ত্রুটির ফলে এ রকম হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে জানা গিয়েছে। আরো জানা গিয়েছে, বই বিক্রেতা তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি দেশী বইয়ের বেশী দাম ফেরত দিতে রাজি হয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

মহালয়া

আজ মহালয়া—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। আকাশের সুনীল প্রসারে খণ্ড খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ বিচরণশীল; গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্র কাশপুষ্প দিগন্তের গায়ে শ্বেত আলিম্পন আঁকে; শিশির-সিক্তা শেফালীকা শারদপ্রাতে সবুজ ঘাসে অঞ্চল বিছায়; স্তব্ধযৌবনা স্রোতস্বিনী, মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ, কোথাও বা সোনালী ধান—পরম রমণীয়া শারদশ্রী।

প্রকৃতির বুকে যে আনন্দের ভোজ, তাহার জন্য নিমন্ত্রণ প্রতি ঘরে ঘরে। শুরু হইতেছে দেবীপক্ষ; মা আসিতেছেন। আনন্দময়ীর আগমনবার্তা সর্বত্র ঘোষিত হইতেছে। মহালয়ায় পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে সতিলোদকে তর্পণ—হিন্দুর একটি বিশিষ্ট কর্ম। পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনই লক্ষ্য। কিন্তু তাহা ছাড়াইয়া দৃষ্টি আরও দূরে প্রসারিত—'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্'—আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের তৃপ্তিসাধনের জন্য জলদান। আধুনিক সাম্যবাদও সমাজবাদের হাজার হাজার বৎসর পূর্বে কী অপূর্ব ভারতীয় সমাজচেতনা! তর্পণান্তিক শুচিস্নিগ্ধ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসব-চেতনা শুরু হয় এই সময় হইতে। বৎসরের কর্মক্লান্তি, জীবনের সংগ্রাম পথে সঞ্চিত বহুবিধ গ্লানি—সব ভুলিয়া আসে মুক্তির ডাক—ছুটি জটিল যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের রূঢ়তা হইতে। শরৎ যেন ছুটির ঋতু। দেবীপক্ষ বাঙালী মনকে মুক্তপক্ষ করিয়া দেয়।

সূর্যের দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি, সুপ্তির কাল। রাবণ বধার্থে দেবীর অকালবোধন ঘটাইয়া অর্থাৎ দেবীকে জাগাইয়া শ্রীরামচন্দ্র মহাশক্তির আরাধনা করিলেন, শক্তি ভিক্ষা করিলেন তাঁহার। পূজা-পরিতুষ্টা দেবী রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রের সহায় হইলেন।

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর এই দেশের সরসকোমল মৃত্তিকালালিত বাঙ্গালীর স্নেহ-কোমল মানসিকতা শরতের স্নিগ্ধ পরিবেশকে অস্বীকার করিতে পারিল না। দেবীর অকালবোধন কালকেই বাঙালী তাহার জাতীয় উৎসবের শ্রেষ্ঠক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিল কিংবা হয়ত কোন সুদূর অতীতে বাংলার এক রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা অরাজকতার মাঝে গ্লানিময় দিনযাপনের অবসান কামনায় অথবা হয়ত কোন প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় বুঝি এমনই কোন শরৎকালে বাঙালী মহাশক্তির আরাধনায় আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান্ হইবার পন্থা খুঁজিয়াছিল।

কি হইয়াছিল আর হয় নাই, তাহার বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন শুধু দেখার যে, চরম দৈন্যদশা ও অসহনীয় কষ্ট-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সত্ত্বেও যুগের পর যুগ ধরিয়া এই বাঙ্গালী দেবীপক্ষের শুরু হইতেই মাতিয়া উঠে। ঘর-বাড়ি ঝাড়-পোঁছ, নূতন কাপড় কেনাকাটা, ভালমন্দ খাবারের আয়োজন সর্বাবস্থার বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে। বর্তমান বর্ষে সব জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধি যখন মহাকাশগামী হইয়াছে, তখনও বাঙ্গালী দিনকয়েকের জন্য প্রিয়পরিজনদের লইয়া উৎসব করিবে। পরবর্তী দিনগুলিতে যে অসীম দুর্ভাবনা জমা হইয়া থাকিবে, আনন্দময়ীর মাতৃকরুণা ধারায় স্বল্পকালের জন্য সে তাহা বিস্মৃত হইবে। এক অদ্ভুত সহনশীলতা লইয়া সে বাঁচিয়া আছে, থাকিবেও। মহালয়া সেই অননুকরণীয় মানসিকতা উন্মেষের উষালগ্ন।

শোক সংবাদ

অরঙ্গাবাদ এম বি এম কোং প্রাঃ লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা অনিবারণচন্দ্র দাসের সহধর্মিণী সুচারিণীবালা দাস ৬ অক্টোবর রাত্রে কলকাতার চিৎপুর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরদিন অরঙ্গাবাদের স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়।

সাগরদীঘি ব্লকের বেলড়িয়া গ্রামের প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণকিঙ্কর দে গত ৫ অক্টোবর রাত্রে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।

একদিনের ফুটবল

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ অক্টোবর—স্থানীয় ইউথ ক্লাব পরিচালিত একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় কমলাকান্ত বড়াল স্মৃতি শীল্ড ও দাদ ঠাকুর স্মৃতি কাপ-এর খেলা আজ বিকেল ৫টায় এ খবর ছাপানোর সময় পর্যন্ত চলছে। ৬টি দল অংশ গ্রহণ করেছে। ফলাফল আগামী সংখ্যায় জানানো হবে।

মহিষাসুরমর্দিনী বনাম দুর্গতিহারিণীম্

সত্যনারায়ণ ভকত

আজ বুধবার, ১২ অক্টোবর, মহালয়া। 'শেফালী ঝরা আঁধার-ভোরের' প্রভাতী অনুষ্ঠানে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীকার স্তবনগাথা—'মহিষাসুরমর্দিনী'। গত বছর প্রচারিত হয়েছিল 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্'। মহালয়ার এইদুটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গত বছর থেকে প্রতিবাদ ও সমালোচনার যে ঝড় বইছে, অনেকেই সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র গত বছর ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্' অনুষ্ঠানটি প্রচার করেন। বাদ দেন ৪৫ বছরের পুরনো অথচ 'জনপ্রিয়' এবং 'মর্যাদাসম্পন্ন' অনুষ্ঠান বাণীকুমারের 'মহিষাসুরমর্দিনী'। সমালোচনার সূত্রপাত তখন থেকেই। মহানায়ক উত্তমকুমার-সহ নামী-দামী অনেককেই গত বছরের অনুষ্ঠানে নেওয়া হয়েছিল।

'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্' প্রচারের ছ'মাস পর নিমতিতা ষ্টেশনে ধরেছিলাম ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকে। সেদিন ছিল বাসন্তী মহানবমী। সেই উপলক্ষে ডঃ চক্রবর্তী এসেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরে, ধর্মসভায় ভাষণ দিতে। ফেরার পথে ২৯ মার্চ রাত্রে নিমতিতা ষ্টেশনে দেখা হতেই পরিচয় গোপন রেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এবার 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্' নিয়ে এতো ঝড় বইবার কারণ কি? উত্তরে ডঃ চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'উত্তমকুমার হতভাগা ডুবিয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তির যে বিজয়বার্তা, উত্তমকুমারের উচ্চারণে তা ফুটে ওঠেনি; তার উচ্চারণ বড্ড অস্পষ্ট।'

ডঃ চক্রবর্তী আরো বলেন, এবার (১৯৭৬) ছিল 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্' আগেরটা (১৯৩১—১৯৭৫) 'মহিষাসুরমর্দিনী'। কাজেই বন্দনা করার সময় প্রণতি জানাতে হবে মায়ের কাছে। ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আগেরটা ছিল যুদ্ধ। কিন্তু এ তো যুদ্ধ নয়। বন্দনা। বন্দে অর্থাৎ বন্দনা করি। মার কাছে গিয়ে কি তুমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলবে? নিশ্চয় নয়। তাহলে সেটা অভদ্রতা হবে। এ কি যাত্রা, না থিয়েটার, যে চিৎকার করে কথা বলতে হবে? পূজোর পরিবেশ সৃষ্টি করে মাকে বন্দনা করতে হবে, প্রণতি জানাতে হবে।

ডঃ চক্রবর্তী বলেন, কেউ কেউ বলেছেন দু'জন অবাঙ্গালী গায়িকাকে (লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে) নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের প্রাদেশিকতার মনোভাবকে বরদাস্ত করা যায় না। তাছাড়া তাঁরা বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা। আর চণ্ডীপাঠ যিনি (ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়) করেছিলেন, তাঁর উচ্চারণ বিশ্বে অদ্বিতীয়—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বসুমতী এবং একজন মন্ত্রীর গোষ্ঠীর লোককে নেওয়া হয়নি বলে (তখন জরুরী অবস্থা চলছিল এবং কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন) এটার অপপ্রচার করা হয়েছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দিয়েছিলেন, এতে আমাদের কোন মতামত ছিল না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্' প্রচারিত হয়েছিল। অন্যান্য প্রদেশে সুনাম হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা থেকেও প্রশংসা এসেছিল।

এই ছিল ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর বক্তব্য। কিন্তু তিনি যতই 'সুনাম' এবং 'প্রশংসা'র কথা বলুন না কেন, শ্রোতাদের দাবির কাছে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আজ তাঁরা প্রভাতী অনুষ্ঠানে আবার প্রচার করেছেন সেই মহিষাসুরমর্দিনী। বাদ দিতে হয়েছে 'বন্দে দুর্গতিহারিণীম্'কে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন: "১৯৩১ সালে দ্বিধাবিজড়িত মনে সভয়ে সসঙ্কোচে আমরা যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শুরু করেছিলাম, কালক্রমে তা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়ে গেল।" তাই আমরা আজ দেখতে পেলাম, মহিষাসুরমর্দিনী বনাম বন্দে দুর্গতিহারিণীম্-এর লড়াইয়ে মহিষাসুরমর্দিনীর জয় হল। আজ প্রচারিত হ'ল মহিষাসুরমর্দিনী। ইথার তরঙ্গে ভেসে এলো শ্রোতাদের পরিচিত কণ্ঠস্বর। ১৯৭৭ সাল বরণ করে নিল ১৯৩১ সালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে, বর্জন করল ১৯৭৬ সালের স্বৈরাচারকে।

ধর্মঘট প্রত্যাহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা পুরকর্মীদের এক মাসের পুরো বেতন পূজো অনুদান, আগামী ৩ মাসের মধ্যে বকেয়া ১০% এ্যাডহক বেতন পরিশোধ ও গত বছর কেটে নেওয়া পূজো অনুদানের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় পুরকর্মীদের ইউনিয়ন ৮ অক্টোবর প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর ফলে নাগরিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চড়া দামে বেবীফুড

ধুলিয়ান, ১১ অক্টোবর—বেশ কয়েক মাস থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ধুলিয়ান শহরে ন্যায্যমূল্যে বেবীফুড পাওয়া যায় না। অবশ্য চড়া দাম দিলে চোরাপথে বিভিন্ন দোকান থেকে অঢেল বেবীফুড মেলে। এখানে সমবায়ভিত্তিক কনজুমারস। ষ্টোর রয়েছে, বেবীফুড সেখানেও বাড়ন্ত। ওঁরা নাকি জেলা সমবায় থেকে সাপলাই পাচ্ছেন না। একই কারণে এই দোকান থেকে এবার ঈদের আগে সরকার নির্ধারিত দামে কাপড় বিক্রি হয়নি। পূজোর আগেও পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

বাড়ী বিক্রয়

তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম আলাদা, জলের সুন্দর ব্যবস্থাসহ আনুমানিক আড়াই শতক পরিমাণ বাড়ী (রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির দক্ষিণ দিকে) সদর রাস্তার উপর বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন :—

শ্রীকালিদাস বড়াল
৮৫নং পাঠবাড়ী লেন
কলকাতা—৩৫

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৭৫ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

স্কুলে মদ্যপান, চাঞ্চল্য

ফরাক্কা : মাষ্টার মশাইরা মাল টানবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ওগুলো তো টানবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে কাল আর পাত্র যাই হোক, স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়ের কক্ষে বসে কক্ষনো না, কেউই সমর্থন করবেন না, এমন কি পাঁড় মাতালেও না। এরকম এক নজির বিহীন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে ফরাক্কা থানার ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে। সব থেকে পুরনো ফরাক্কা থানা অঞ্চলে। গঙ্গার দুরারোধ্য ভাঙ্গনে স্থানচ্যুত হয়ে আশ্রয় পেঁয়েছে ফরাক্কা থানারই এক অবহেলিত এলাকায়, যা জাফরগঞ্জ বলে পরিচিত। অভিযোগ, সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে বিদ্যালয়ে এক জোলুসী খানাপিনায় জোলুস আনতে বোতল পুরাণের আশ্রয় নেন মাষ্টার মশাইরা। তবে জনা পাঁচেক বাদে। বিদ্যালয়ের কক্ষে শিবশঙ্কর নাথের বোতল মশাই পেটে পড়তেই অনেকেই বেহুঁস হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে অন্ধের যষ্টির সাহায্যে টলতে টলতে কেউ বাড়ী আবার কেউ পথকেই আশ্রয় করে নেন। খোস মেজাজী ডায়ালগ 'বাবা ভাঁড়ুরাম তুমি কি বহুরূপী বিদ্যে জানো বাবা! ছিলে ভাঁড় হয়ে গেলে খোকা'।

পাশেই তাড়ির ভাটি। তাড়ি তো হরবখতই চলে। যেমন গুরুর তেমনি চেলাদের। আদর্শ বিদ্যাপীঠ বটে!

জঙ্গিপুর ব্যারেজ কতদুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে জঙ্গিপুর ব্যারেজের কয়েকজন কর্মচারীর নামে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ম্যাকেনজি ডাকঘর মারফৎ ১৩ জুলাই তিনটি মানি অরডারে প্রায় ৮৫ টাকা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, খবর পাওয়া গিয়েছে, সে টাকা এখনও প্রাপকদের হাতে পৌছয়নি। মহকুমা শাসক এই নিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে লেখালেখি করেছেন, টাকার হদিস এখনও মেলেনি। রঘুনাথগঞ্জ থেকে জঙ্গিপুর ব্যারেজের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। তিন মাসের ব্যবধানে দশ মাইল পথ অতিক্রম করে মানি অরডারের টাকা প্রাপকদের হাতে না পৌছায় অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, জঙ্গিপুর ব্যারেজ কতদুর?

Office of the District Magistrate &
Ex-office Chairman, Legal Aid Committee,
Murshidabad, Berhampore.

Applications are invited from Indian Citizens for the post of a whole-time Member-Secretary of the Legal Aid Committee of Murshidabab District.

Qualifications :- (a) The applicant must be a practising lawyer having to his credit at least three years continuous practice on the date of applications and must be either an advocate of Barrister-at-law. (b) The applicant must be of good health and character.

Age :- The applicant shall not be less than 25 years of age or more than 40 years of age on 1st October, 1977. Age limit may be relaxable in case of a really suitable candidate.

Condition of service :- The Member Secretary shall be a whole time Gezetted Officer under the immediate control of the District Magistrate subject to the General control of the State Govt.

Pay scale :- Rs. 475-30-685-35-1000-50-1150/- plus a special pay of Rs. 100/- per month. The person appointed substantively to the permanent post of Member-Secretary shall undergo a period of probation for two years, his confirmation depending on the satisfactory completion of the period of probation provided that the period of probation may be extended at the discretion of the State Govt.

2. Applications on plain paper giving full details of :-

i) Name in block letter :
ii) Fathers name :
iii) Address :
iv) Qualifications :
v) Age on 1st October '77 :
vi) Length of practice of the applicant :

The application should reach the District Magistrate & Ex-office Chairman, Legal Aid Committee, Murshidabad, P. O. Berhampore, District Murshidabad West Bengal by 30. 10. 77.

Sd/- A. Gupta
23. 9. 77
District Magistrate,
Murshidabad.

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

লোড সমস্যা সমাধানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বালিয়া প্রভৃতি মৌজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে, উপকৃত হচ্ছে প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ এলাকা। আর একটি লাইন গিয়েছে জিয়াগঞ্জ সাব-ষ্টেশন থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত। আগে এই লাইনটি ছিল কেবলমাত্র আইড়া ডিপটিউব-ওয়েল কভার করার জন্য। পরে সম্প্রসারিত হয়ে সাগরদীঘিতে রেল লাইন ক্রশ করে এবং দুই রেল লাইনের (আজিমগঞ্জ-বারহারোয়া ও আজিমগঞ্জ —নলহাটী) মধ্যবর্তী এলাকার ৭টি মৌজায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত নবগ্রামে ৪টি ছোট সেচ প্রকল্প, নবগ্রামে ৯৬টি শ্যালো এবং সাগরদীঘি ও নবগ্রাম মিলে ১৩টি ডিপটিউবওয়েল চালু হয়েছে এই লাইন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। সাগর-দীঘিতে শ্যালো টিউবওয়েলের কোন প্রকল্প নাই।

লোডশেডিং প্রসঙ্গে ঃ লোডশেডিং প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাস্তকার জানান, ৪টি কারণে এখন লোডশেডিং হচ্ছে। (১) লাইনে অনেক সময় পাট ছোঁড়া হয়, ফলে লাইন ষ্ট্রীফ হয়ে সরবরাহ ব্যাহত হয়। (২) সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেলে চোখে দেখা যায় না কিন্তু জল পড়লে ইনসুলেটর লাইন খারাপ হয়ে যায় (৩) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব এবং (৪) লাইন যেভাবে বেড়েছে সেই তুলনায় রক্ষণাবেক্ষণের লোকের অভাব।

তাঁর মতে, জেনারেটিং ক্যাপাসিটি না বাড়ানো পর্যন্ত লোডশেডিং সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

কংগ্রেসের আইন অমান্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রেপ্তার যুক্তিযুক্ত ছিল! কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তার বে-আইনী এবং প্রতিশোধমূলক।' ৯ অকটোবর অনুরূপ প্রতিবাদে তাঁরা 'কালো দিবস' পালন করেন। গ্রেপ্তার বরণকারীদের বুধবার মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশিত হয়েছে

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

মূল্য দু'টাকা ॥ এজেন্ট কমিশন ২৫%

বাৎসরিক গ্রাহকদের জন্য দেড় টাকা।

নিঃশেষ হওয়ার আগেই

সংগ্রহ করুন

বিদেশী কাপড় উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১০ অকটোবর— মনিগ্রাম ষ্টেশনের কাছে এক গোপন ঘাঁটিতে হানা দিয়ে সাগরদীঘি পুলিশ গতকাল রাত্রে প্রায় ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ১১ গাঁট বিদেশী কাপড়সহ ১১ জন চোরাকারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ডাকাত গ্রেপ্তার ঃ সুতী পুলিশ গতকাল আমুহা গ্রাম থেকে নিজামপুর ডাকাতি ও হত্যা মামলায় বিভূতি দাস নামে এক কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে। সাগরদীঘি পুলিশ সেনপাড়া ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত ৩ জন ডাকাতকে আজ গ্রেপ্তার করেছে। খবরগুলি পুলিশ সূত্রের।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ধর্মঘট পুনশ্চ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বুধবার প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ দাবি অনুযায়ী পুর কর্তৃপক্ষ এক মাসের বেতন অনুদান না দেওয়ায় কর্মচারীরা অনুদানের টাকা গ্রহণ করেননি। ১৩ অকটোবর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। দাবি না মানলে আগামী শুক্রবার থেকে ধর্মঘট হবে বলে জানানো হয়েছে।

অফিস লীগে ক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৪ অকটোবর লীগ কমিটির এক ঘরোয়া সভায় 'বহিরাগত খেলোয়াড়দের খেলানোর' অভিযোগে পূর্ব্বের বিজয়ী পুলিশ ও বিজিত ব্যারেজ দলকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় অভিযুক্তদের মধ্যে ব্যারেজ দল উপস্থিত ছিলেন না। তাঁদের অভিযোগ, সময় মত তাঁদেরকে জানানো হয়নি।

এদিকে লীগ কমিটির সিদ্ধান্তে আগের কয়েকটি খেলায় উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। অনেকেই এটাকে 'একটা চক্রান্ত ও কোন একটি দলের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধমূলক ফলশ্রুতি' বলে উল্লেখ করেছেন। অভিযুক্ত দলের পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাঁরাও এক পাল্টা অভিযোগ এনেছেন, এস ডি ও অফিস দলের বিরুদ্ধে এই বলে যে, তাঁদের অফিসে কর্মরত নন, এ রকম ব্যক্তিকেও তাঁরা খেলিয়েছেন।

২রা অক্টোবর উদ্বোধন হয়েছে

গান্ধী স্মারক-নিধি

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

গান্ধী জয়ন্তী ও পূজা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট ঃ

১) খাদি ৩০% ২) রীল্ড সিল্ক ১০% ৩) স্পান সিল্ক ২০%

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র. ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদি।

আপনারা আজই যোগাযোগ করুন।

প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে ২-১০-৭৭ হইতে ১৯-১০-৭৭ ও ৭, ৮, ৯ ও ১১ নভেম্বর '৭৭ পর্য্যন্ত উক্ত রিবেট দেওয়া হইবে।

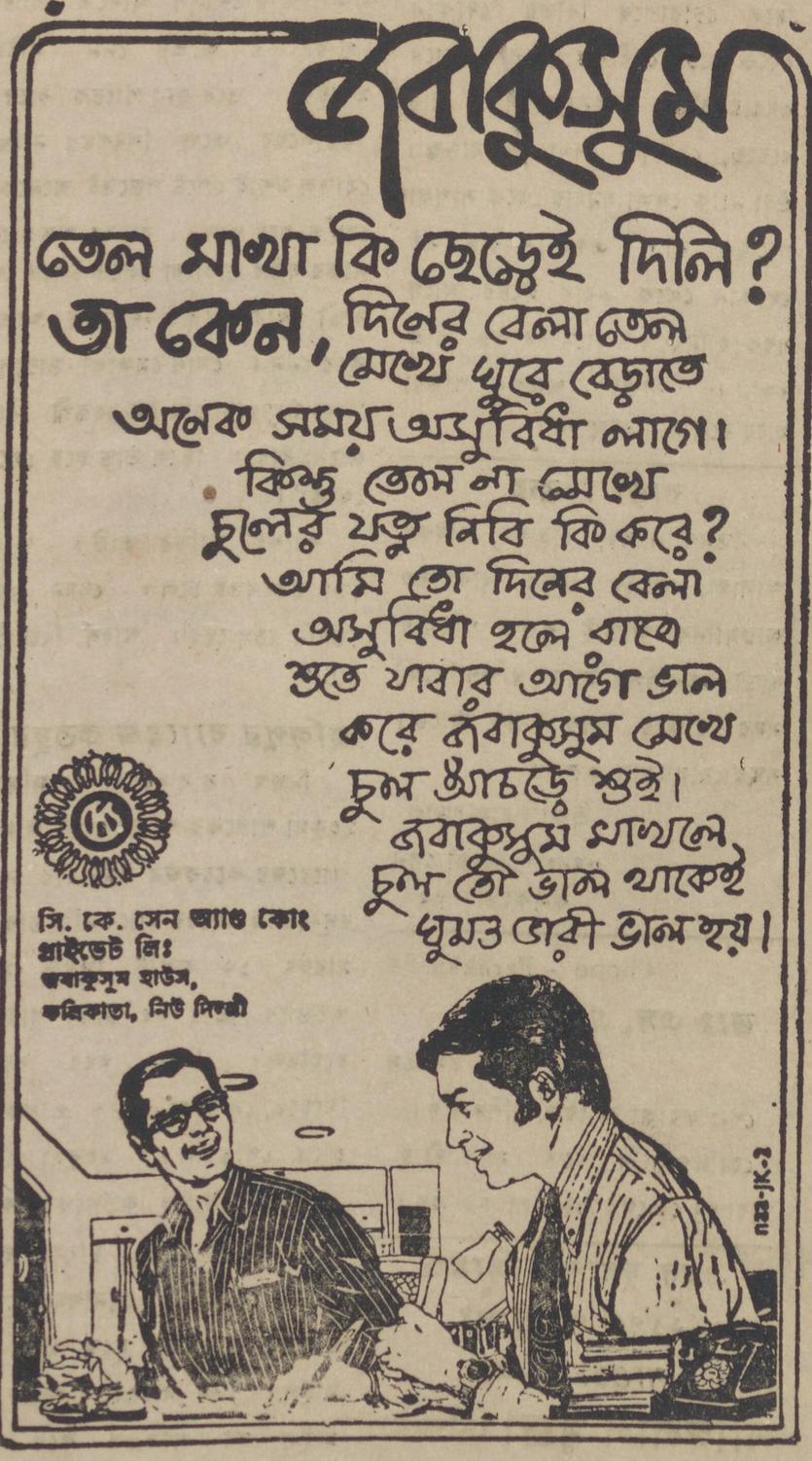

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।